জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই চৈত্র বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 31st Mar. 1954 | ৪৪শ সংখ্যা

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চলতি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৫৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২২,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৬০ সাল

পূর্ব্ব পাকীস্থানী নির্ব্বাচন

—০—

আজকাল দৈনিক কাগজ খুলিয়াই পাঠকের প্রথম দ্রষ্টব্য—পাকীস্থানে যুক্ত ফ্রন্ট ও লীগের ফলাফল দেখা। গত রবিবারের কাগজে সম্মিলিত ফ্রন্ট ২১ আর মসলেম লীগ কয়দিন ধরিয়া যে ৮ আছে তার একটিও বাড়ে নাই। আর লীগের কোন আশাই নাই, তবুও লোক তার কোটায় যেন আর না বাড়ে এই কামনাই করছে। কেন ? পূর্ব্ব বঙ্গে লীগ ডিক্টেটরী ফলাইয়া বাঙালী মুসলমানের উপর অত্যাচার করিয়াছে। বাঙলা ভাষাভাষীদের উপর জুলুম করিয়াছে। বাঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমান পাশাপাশি ভাই দাদা, মামা, চাচা ইত্যাদি সম্পর্ক পাতাইয়া চিরদিন সুখে কাটিয়ে এসেছে। লীগ জন্ম দিল পাকীস্থানের কিন্তু জন্ম দিলে কি হইবে ? বাঙালীর উপর সমানে জুলুম চালিয়ে এসেছে।

অবিভক্ত বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক তারপর মিঃ সারওয়ার্দ্দী যতই মতান্তর থাকুক লীগের বিরুদ্ধে আন্তরিক একতাবদ্ধ হইয়া উত্যক্ত জনতার মনের মত চলিয়া লীগের দুরবস্থার একশেষ করিতে সক্ষম হইয়াছে। পশ্চিম বাঙলার বামপন্থী দল কংগ্রেসের বিরোধিতা করিলেও নিজেরা দলগত স্বার্থ ত্যাগ করিতে না পারায় পরস্পর গুতোগুতি করিয়াছে। তবুও সাতটী মন্ত্রীর লাঞ্ছনার চূড়ান্ত করিয়াও সকলে মিলিয়া কংগ্রেস অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াও মিলিতে না পারায় প্রত্যেকে কংগ্রেস অপেক্ষা কম ভোটের অধিকারী হইয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়া তাল কাটিয়া পদে পদে কংগ্রেস দলের যথেচ্ছাচারিতা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। ডাঃ বিধান রায়ের সুচিকিৎসার গুণে মরা মন্ত্রী বাঁচিয়া উঠিয়া খাদ্য পরিধেয়ের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইতে সক্ষম হইয়াছে। কংগ্রেস সরকারের মনোমত না হইলেই বামপন্থীদের যখন ইচ্ছা জেলে ঢুকান সোজা। ছাড়িয়া দেওয়া মর্জির কাজ। আবার নির্ব্বাচনকালে পূর্ব্ববঙ্গীয় যুক্ত ফ্রন্টের অনুকরণে যদি বামপন্থীদল জোট বাঁধে তবে লীগের মত কংগ্রেসের পরিণতি হওয়া আশা করা যায়।

কাহার পরীক্ষা ?

—০—

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ না হইলে, কোন সরকারী কর্ম্মে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যায় না, এই নিয়ম থাকায়, চাকুরী করিয়া যাঁহারা উদরান্নের সংস্থান করিবার আশা রাখেন, তাঁহারাই কায়ক্লেশে যে কোন রকমে ছেলেদের এই পরীক্ষায় পাশ করাইবার জন্য চেষ্টা করেন। অনেক ছা-পোষা মানুষ এই পরীক্ষা স্থগিত থাকার দরুণ, আবার ছেলেমেয়েদের পল্লীগ্রাম হইতে যে সহরে পরীক্ষা-কেন্দ্র আছে, সেখানে যাওয়া-আসা, খাওয়া-থাকা ইত্যাদির ব্যয়বিধান করিতে সক্ষম হইবেন না।

ভুলের সম্রাট লেখাপড়ার মালিক বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক বোর্ড, এরা এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ! এঁদের যা খেলা দেশবাসী দরিদ্র জনসাধারণের তাহা মরণ সমান। যারা ভুল করেছে, তাদের কোন দণ্ড নাই, দণ্ড হইবে পরীক্ষার্থীর অভিভাবকগণের। মাধ্যমিক বোর্ড ১৯শে এপ্রিল হইতে ৭ই মে পর্য্যন্ত মুলতুবী পরীক্ষা প্রত্যহ সকাল সাড়ে সাতটা হইতে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত একটি বিষয়ের পরীক্ষা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। রাবণের চিতা ধিকি ধিকি জ্বলিবে উনিশ দিন ধরিয়া। অল্প বয়সের পল্লীবাসী ছেলে-মেয়েদের বিদেশে বেভুঁয়ে এতদিন পড়িয়া থাকা ও অভিভাবকের অর্থের আদ্যশ্রাদ্ধ করা যে কত কষ্টকর তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝিবে। এখন গরমের সময় সহরে বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি রোগের আবির্ভাবের সময়, ছেলেদের এই সময়ে পরবাসে পরায়ত্তে এত দীর্ঘকাল রাখা স্নেহদুর্ব্বল মা-বাপের কি কম চাঞ্চল্যের কথা!

এবারে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মোটের উপর অনেক কম হইবে। কেহ খরচের অভাবে, কেহ উদ্যম ভঙ্গ হওয়ার দরুণ, কেহ কেহ পরীক্ষা-নিয়ামকগণের এই নেশাখোরী অপকর্ম্মের জন্য বীতশ্রদ্ধ হইয়া স্ব স্ব পরীক্ষার্থী বালক-বালিকা-গণকে পরীক্ষা দিতে পাঠাইবেন না।

বি. এ. পরীক্ষাতেও নাকি প্রশ্নে হিন্দীতে উত্তর করিতে হইবে এই গুলিখোরী নির্দ্দেশের জন্য বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। এই সব বেতনভোগী অপকর্ম্ম-কারী কর্ম্মচারীদের কি এতই মুরুব্বিজোর আছে যে এত অপরাধ করিয়াও বাহালতবিয়তে চাকরী করে। ইহাও শিক্ষাবিভাগের নিয়ামকগণের সততার ঘোর পরীক্ষা।

আয়ার্লণ্ড ও ইংলণ্ড প্রত্যাগত

অধ্যবসায়ী ডাক্তার

—০—

রঘুনাথগঞ্জের স্বর্গীয় পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ গৌরীপতি চট্টো-পাধ্যায়কে (ডাক নাম মণি) ডাক্তারী বিদ্যায় শিক্ষি[illegible] করিবার জন্য তাঁহার পিতৃদেব কলিকাতায় [illegible] চেষ্টা করিয়া কোনও মেডিক্যাল কলে[illegible] করাইতে বিফল-মনোরথ হইয়া অগত[illegible] নিকটবর্ত্তী কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলে ভ[illegible] দেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শ্রীমান্ উক্ত [illegible] শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেলগেছিয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ লাভের সুবিধা লাভ করেন। সেখান হইতে এম. বি. পরীক্ষায় পাশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃদেব পরলোকগমন করেন। যথাসময়ে এম. বি. উপাধি লইয়া রঘুনাথগঞ্জ নিজ বাটীতে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছু অর্থ উপার্জ্জনের পর ডি. টি. এম. উপাধি লাভের জন্য কলিকাতা গমন করিয়া সফলকাম হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। পুনঃপুনঃ সাফল্যলাভে তাঁহা[illegible] আত্মপ্রত্যয় তাঁহাকে চিকিৎসানৈপুণ্য লাভের জন্য বিলাত যাইতে উদ্বুদ্ধ করে।

পিতৃদেব নাই, ছোট ছোট ভাই-ভগ্নীদের শিক্ষা ও বিবাহাদির জন্য চিন্তান্বিতা মাতৃদেবীর সাহায্যগ্রহণ

(অবশিষ্টাংশ ৫ম পৃষ্ঠার ১ম কলমে)

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেকার
যাত্রাভিনয়
(অনুবৃত্তি)

(পাত্র মিত্র-সভাসদসহ সিংহলাধিপতি শালিবাহনের শ্রীমন্তকে সঙ্গে লইয়া কালীদহে কমলেকামিনী দর্শনে গমন)

অগ্রগামী শ্রীমন্ত—মহারাজ! ঐ দেখুন কমলদলে রূপলাবণ্যবতী কামিনী বামহস্তে করী ধারণ করিয়া গ্রাস করিতেছেন। আবার দেখুন করীকে উদ্গীরণ করিলেন—

(শ্রীমন্ত ব্যতীত কাহারও সে মূর্ত্তি নয়নগোচর না হওয়ায় সকলে অবাক)

শালিবাহন—সাধুনন্দন! ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় সাধু নামেই অভিহিত হয়ে থাকেন। এখন দেখিতেছি সাধু নামে পরিচিত বণিকবৃন্দ অসাধু মিথ্যাবাদীতে পরিণত হইয়াছে। তোমার মত তরুণ যদি কারণে অকারণে এইরূপ মিথ্যা বর্ণনা দিয়া আনন্দলাভ করে তবে পৃথিবী অচিরে পাপে পূর্ণা হইয়া উঠিবে। তুমি একা নও তোমার আগমনের বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বয়স্ক বণিক সাধু নাম গ্রহণ করিয়া মিথ্যাবাদী ও অসাধু প্রতিপন্ন হইয়া বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। প্রাপ্ত বয়স্করা মিথ্যা ভাষণ দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। তোমার মত তরুণদেরও মিথ্যা প্রচার করিতে শিক্ষা দিয়াছে। অদ্যই রাজসভায় তোমার বিচার হইবে। তোমার অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, তবুও তোমার স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য আর কে কে তোমার সহিত তোমার কথিত দেবী দর্শন করিয়াছে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

শ্রীমন্ত—মহারাজ! মিথ্যা প্রবঞ্চনা জানি না, আসিবার সময় আমার কর্ণধারকে ঐ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলাম। আপনাদের সঙ্গে আসিয়াও আপনাদের দেখিবার অনুরোধ করিবামাত্র কামিনী মূর্ত্তি যেন অকস্মাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। মনে হইল ইহা যেন মহামায়ার মায়া!

(জুড়ির গান)

এই ছিল, কোথায় গেল, কমলদল বাসিনী!
লোক-লাজ-ভয়ে বুঝি লুকালো শশি-বদনী।
এই যে দেখি কালীদয়, সকলি তো জলময়,
কালী যদি সদয় হয়, তবে জীবন রয়,—
কোথায় গেল সে সুন্দরী, কোথা বা লুকাল করী,
এ মায়া বুঝিতে নারি, (বুঝি) সে হরঘরণী।

শালিবাহন—দেখ বণিকনন্দন, তোমার মত তরুণ বয়স্ক বালকের মুখে বুড়োর মত জ্ঞানগর্ভ বচন অনেক শুনলাম। এক্ষণে তোমার মিথ্যা ভাষণের অপরাধে বিচারের জন্য প্রস্তুত হও। (প্রতিহারীর প্রতি) তোমরা ইহাকে বন্ধন করিয়া অদ্যই ইহাকে এবং ইহার সাক্ষী সর্দ্দার মাঝিকে রাজসভায় উপস্থিত করিবে। আমি আজই ইহার অপরাধের সমুচিত দণ্ড ঘোষণা করিব। (প্রস্থান)

(রাজসভা—নাটক-রচয়িতা সিংহলের বিচারালয়কে ইংরাজের বিচারালয়ের অনুকরণে সাজাইয়াছেন শ্রীমন্ত—আসামী, জনৈক সভাসদ যেন পেশকারের মত শালিবাহনের দক্ষিণে নথীপত্র লইয়া উপবিষ্ট)

পেশকার—ডাকো—প্রধান কর্ণধার কেরামতউল্লা।

প্রতিহারী—মাঝি কেরামতুল্লা হাজির হ্যায়!

(কেরামতউল্লার কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবেশ)

কেরামৎ—কর্ত্তা সেলাম! জি সেলাম!

পেশকার—তোমার নাম কি?

কেরামৎ—মোর নাম ক্যারামুৎ উল্লা কইর‍্যা কয়।

পেশকার—তোমার পিতার নাম কি?

কেরামৎ—কর্ত্তা! পিতাহার বুজ্‌লাম না কর্ত্তা!

পেশকার—বাপজীর নাম?

কেরামৎ—বাপজীর নাম—ষরকৎ উল্লা হুজুর।

পেশকার—বয়স কত?

কেরামৎ—সমঝাবার পারলাম না।

পেশকার—উমর কত?

কেরামৎ—কর্ত্তা! আনুইপুরের বাদুই মোল্লার মাঝল বাইয়ের বাই, তাগোর আপনি জানবা, তার উমর মোর উমর একই অইব। তা হে দু দশ বছরের ছোটো অইব, কি মু দু-পাচ বছরের ছোটো অইমু। উমর একই অইব।

শালিবাহন—সরলপ্রাণ নাবিক—ওকে কমলেকামিনী দেখার কথা জিজ্ঞাসা করা যাক। দেখ কর্ণধার! তুমি কালীদহে কোন তাজ্জব ব্যাপার কিছু দেখেছ কি? ঝুটা কথা বলোনা। সত্য কথা বলবে।

কেরামৎ—জুট কইমু ক্যান্? অক্ কথাই না কইমু। কর্ত্তা যহন আমাগোর নাও কালীদহে আইলো, তহন আমাগোর হওদাগর কর্ত্তা কইলেন কি—হের, হের, কর্ণধার, কমলে কামরাণী হাতী গিল্‌ছে, গোরা গিল্‌ছে, উট খাইছে, বক খাইছে। কর্ত্তা চোহে ছাকবারে পেইনি কর্ত্তা, কানে হুনবারে পাইছিনু।

শালিবাহন—শোনা কথা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যাও মাঝি।

কেরামৎ—আল্লারে! কর্ত্তা তুমি বন্দর লোকের ছাওয়াল। হেই আমার জান বাঁচাইল্যা। যহন আবার আইমু ছাশের থনে তোমাগোর লইগ্যা হোল্‌দী গুরা আর হুক্তা পাতা লইয়্যা আইমু।

শালিবাহন—দেখ সাধু-নন্দন শ্রীমন্ত! তোমাকে পুনঃপুনঃ সাবধান করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তুমি আমাকে কালীদহে কমলেকামিনী দেখাইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলে। আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—যদি কমলেকামিনী দেখাইতে পার, আমার স্নেহের কন্যা সুশীলাকে আমার অর্দ্ধ রাজ্যসহ তোমার করে অর্পণ করিব। এখন দেখিলাম তুমি একজন মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক। এই তরুণ বয়সেই যখন এই প্রকার দুরাত্মা হইয়াছ, তোমার মত ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক প্রাপ্তবয়সে পৃথিবীর বহু অনিষ্ট সাধিত হইবে। আমি আমার প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলাম। অদ্য কারাগারে আবদ্ধ থাকিবে। কল্য অতি প্রত্যুষে জল্লাদ তোমাকে দক্ষিণ মশানে লইয়া গিয়া খড়্গাঘাতে তোমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত করিবে। তোমার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা যদি কিছু থাকে বলিতে পার।

শ্রীমন্ত—কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই, মহারাজ! (মাতৃ উদ্দেশে) মাগো! তোমার উদ্দেশে প্রণাম জ্ঞাপন করছি। তোমার নিকটে সিংহলে আসিবার জন্য বিদায় লইয়া আসিয়াছিলাম, আজ জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করছি। যে দুর্গানাম আমার পথের সম্বলস্বরূপ আমায়

দিয়াছিলে, সে দুর্গানাম আমার দুর্গতি হরণ করতে পারলো না মা! সন্তানের শেষ প্রণাম গ্রহণ কর মা!

(ছোকরার গান)

উদ্দেশে প্রণাম করি মা, আশীর্ব্বাদ কর সন্তানে।
জন্মের মত জননী গো, বিদায় নিলাম শ্রীচরণে।
যাতে জীব তরে দুর্গমে, দুর্গতি হলো সেই নামে,
এই হলো কি পরিণামে, এই ছিল কি দুর্গার মনে।
দুর্গার তো দয়া হলো না, কালীদহে ক'রে ছলনা,
সঙ্কটে ফেলিলেন আমায় শঙ্কর-ললনা—
এসে জনক-উদ্দেশে, বদ্ধ হলাম সত্যপাশে,
চলিলাম মা বধ্যবেশে প্রাণ দিতে দক্ষিণ মশানে।

(সিংহলের কারাগার—যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত উজ্জয়িনীর বণিক ধনপতি অকর্ত্তিত কেশ ও শ্মশ্রুগুম্ফে কদর্য্য-দর্শন শীর্ণকায় ধনপতি সওদাগর উপবিষ্ট—প্রহরিগণ কর্ত্তৃক বদ্ধাবস্থায় বধ্যবেশে শ্রীমন্তের প্রবেশ)

ধনপতি—(স্বগতঃ) উঃ! কি করুণ দৃশ্য! এতটুকু বালক! কি অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়েছে! কত হতভাগ্যকে এই কারাগারে স্বচক্ষে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করতে দেখেছি! প্রাণে আঘাত পেয়েছি কিন্তু এই বালকের বধ্যবেশ দেখে প্রাণটা কেন এমন হয়ে উঠলো। এ আমার কে! কেউ নয়! কচি মুখখানি দেখে বুঝি এই করুণ ভাবের উদয় হয়েছে। নাঃ। কি হলো। মনে কত কথাই উদয় হচ্ছে। খুল্লনাকে ৫ মাস অন্তঃসত্ত্বা রেখে এসেছিলাম। যদি কোনও সুসন্তান জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে! আকাশ কুসুম! কিন্তু মনে হচ্ছে বুঝি এ আমার কে! তুই কেরে!

প্রহরী—চুপ রহো! কথা বলো না।

(ছোকরার গান)

(স্থানে স্থানে কীর্ত্তনের দশকোষী আছে—আঁখরগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া গেল)

তুই কেরে, কেরে!
কোন্ দুখিনীর হৃদ্-পিঞ্জরের পাখী?
কার সাধের পিঞ্জর আঁধার ক'রে—
জন্মের মত দিয়ে এলি ফাঁকি?
না জানিরে কোন্ বিষম বিধির বাদে,
হারা হ'য়ে এমন হৃদয়ভরা চাঁদে—
কোন্ দুখিনীর প্রাণ গেছে কেঁদে কেঁদে—
(সে কি বেঁচে আছে রে! এমন হিয়ার মাণিক বিদায় দিয়ে সে কি বেঁচে আছেরে! সেই শূন্য নীড়ে সেই পক্ষিনীরে, যারে রেখে এসেছিস্ পক্ষী-নীড়ে সে কি বেঁচে আছেরে)
সে যে ব্যবসার তরে, পাঠায়েছে তোরে
সিংহল পাটনে।
তোর ভবের ব্যবসা সাঙ্গ হলো
জানে না সে মনে।
সংসার-গৃহেতে, না দিল পশিতে
দারুণ বিধাতা তোরে।
গৃহে পশিতে অমনি, আশীবিষ ফণী,
দংশন করিল শিরে
(কিছুই হলো নারে, তুই যেমন এলি, তেমনি গেলি কিছু হলো নারে)
দুরন্ত রাজ-কিঙ্করে, বেঁধেছে তোর করে করে
দেখে যে হায় হৃদয় বিদরে—
(বুঝি কে বা হরিরে, নইলে প্রাণ কাঁদবে কেন, বুঝি কে বা হরিরে—)
ইচ্ছা হয় যে হৃদয় মাঝে রাখি।
তুই কেরে! কেরে! কোন্ দুখিনীর……।

(দক্ষিণ মশান)

জল্লাদদ্বয় শ্রীমন্তকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার সময় উভয়ের কথোপকথন।

১ম জল্লাদ—ভাই, অনেক অপরাধীর মুণ্ড নিজ হস্তে ছেদন করেছি কিন্তু এই ছোঁড়াটার মুখ দেখলে আমার ছেলে দুখিয়াকে মনে পড়ে। ভাই এক কাজ করি, আয়, আমরা একে ছেড়ে দিই, এ অন্য দেশে চলে যাক!

২য় জল্লাদ—তারপর যখন রাজা শুনবে তখন তোর আর মোর জান দুটো কোথায় থাকবে? ভারী দাতাকর্ণ হয়েছিস্। আমি ওতে নাই ভাই। দেশ ছেড়ে পালালেও রক্ষা নাই।

১ম জল্লাদ—পরের পয়জার বহা প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকাও যা, মনে হয় মরা তার চেয়ে ঢের সুখের।

২য় জল্লাদ—দে, তুই না পারিস্, আমি একে সাবাড় করি। এ আবার কোন্ আপদ। এক ঘাটের মড়া বুড়ী এসে ছোঁড়াটাকে কোলে ক'রে বসেছে। কোপ মারলে বুড়ীর গায়ে লাগবে। ছেড়ে দে বুড়ী!

বুড়ী—তোদের সাধ্য থাকে তো খাঁড়ার কোপ দে।

(২য় জল্লাদ খড়্গাঘাত করা মাত্র খড়্গ দু'টুকরো হ'য়ে গেল)

২য় জল্লাদ—ভাই, আমার খাঁড়াখান ভেঙে গেল, তোর খানা দে, আর এক কোপ দিয়ে দেখি। এখানাও দু'টুকরো। দৌড়ে গিয়ে মহারাজকে খবর দে। আমি আসামীর উপর নজর রাখছি।

(১ম জল্লাদের প্রস্থান—শালিবাহনের প্রবেশ)

শালিবাহন—কে, এ বুড়ী! রাজাদেশের উপর বুড়ীর আবদার চলবে না। সৈন্যগণ এই বুড়ীকে বাঁধো।

(ভূত প্রেতগণের আবির্ভাব ও সৈন্যগণের উপর মুষ্ট্যাঘাত ও সৈন্যদের পলায়ন)

শালিবাহন—(বুড়ীর নিকট নতজানু হইয়া) মা, কে তুমি এই বালকের প্রতি এত করুণা তোমার।

বুড়ী—শ্রীমন্ত আমার ব্রতদাস। তুমি মহাপাপী বলিয়া আমার কমলেকামিনী রূপ দেখিতে পাও নাই। যাও কালীদহে শ্রীমন্তকে কোলে নিয়ে দেখলেই তার স্পর্শগুণে তুমি সে মূর্ত্তি দেখতে পাবে।

(শ্রীমন্তকে লইয়া শালিবাহনের কালীদহে গমন ও কমলেকামিনীরূপ দর্শন)

শ্রীমন্তের কথামত তাহার চিরবন্দী পিতা ধনপতির সহিত অন্যান্য কারারুদ্ধগণকে মুক্তি দিলেন। রাজকুমারী সুশীলাকে শ্রীমন্তের হস্তে অর্দ্ধ রাজ্যসহ সম্প্রদান করিলেন। শ্রীমন্তের হস্তে ধনপতি কর্ত্তৃক খুল্লনাকে প্রদত্ত অঙ্গুরী দেখিয়া তাহাকে পুত্র বলিয়া পূর্ব্বদিনের মমতা ও অনুমান বাস্তব বলিয়া প্রমাণিত হইল। ধনপতি রাজ-বৈবাহিকের মত সম্মান লাভ করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে উজ্জয়িনী যাত্রা করিলেন।

সমাপ্ত

(২য় পৃষ্ঠার জের)

বাঞ্ছনীয় নয়। শ্রীমান্ মাইক্রস্কোপ (অণুবীক্ষণ-যন্ত্র) আনিয়া রক্ত, থুতু, কাস ও মল মূত্রাদি পরীক্ষাসহ চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিতেরা বলেন—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতী তাদৃশী" শ্রীমান্ অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার আয়ার্লণ্ডের রাজধানী ডবলিন সহরে গিয়া শিক্ষালাভের উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইলেন।

ডবলিন হইতে স্ত্রীরোগের বিশেষজ্ঞ হইয়া এল. এম., ডি. জি. ও. উপাধি লাভ করিয়া লণ্ডনে আগমন করেন। সেখানকার "ইনষ্টিটিউট অব অপথালমোলজি" চক্ষু চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে এবং "মুর্‌ফিল্ডস্ আই হস্‌পিট্যালে" মাসিক সহস্রাধিক টাকা বেতনে চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়া চক্ষুরোগ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠতমা সহোদরা শ্রীমতী ইলা দেবীর বিবাহ রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জস্থ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জে একটি সুবৃহৎ হাসপাতাল সংস্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। যদি উহা প্রতিষ্ঠিত হইতে বিলম্ব থাকে তবে, নিজেই তাঁহার সাধ্যমত একটি প্রসূতিসদন ও আরোগ্যালয় নির্ম্মাণের বাসনা করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে ডাঃ চাটার্জ্জি দীন দুঃখীর চিকিৎসা করিয়া যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসানৈপুণ্য তাঁহার দেশবাসীর উপকারে আসিবে। আমরা শ্রীমানের দীর্ঘায়ুসহ সাফল্য কামনা করি।

জঙ্গীপুর কলেজ উন্নয়ন লটারী

সহযোগিতার জন্য আবেদন

জঙ্গীপুর কলেজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়নকল্পে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে আমরা এক লটারীর ব্যবস্থা করিয়াছি। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ৪ঠা এপ্রিলের পরিবর্ত্তে গভর্ণমেণ্টের আদেশে উক্ত লটারীর 'ড্রইং' এর তারিখ ২৩শে মে ধার্য্য হইয়াছে। লটারীর টিকেটের মূল্য ১৲ (এক টাকা) মাত্র। এই লটারীতে মোট ২৩টী পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বর্ত্তমান বৎসরে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় আমাদের ছাত্রাবাসে (ভাড়া বাড়ী) স্থানাভাব হইতেছিল। বহুসংখ্যক ছাত্রকে তাই বাধ্য হইয়া ফিরাইয়া দিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আগামী বৎসরেও এই ছাত্রাবাসের সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিবে। তদুপরি আমাদের বি, এ ক্লাস খোলার পরিকল্পনাও আছে। এমতাবস্থায় বর্ত্তমানে ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ একান্তভাবে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট হইতেও অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইবে। কিন্তু ব্যয়ের কতকাংশ কলেজকে বহন করিতে হইবে।

ছাত্রাবাস নির্ম্মাণই বর্ত্তমানে কলেজের প্রধান সমস্যা। কিন্তু ইহার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য উন্নতিমূলক ব্যবস্থার জন্যও অর্থের প্রয়োজন। এই সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনে এই লটারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত বৎসরে আমরা যে লটারীর ব্যবস্থা করিয়াছিলাম তাহাতে প্রাপ্ত অর্থে আমাদের কলেজের দ্বিতল নির্ম্মাণের সুবিধা হয়। গভর্ণমেণ্ট ঐ দ্বিতল নির্ম্মাণে সাহায্য করিলেও ব্যয়ের কতকাংশ কলেজকে বহন করিতে হইয়াছিল। উহা লটারীতে প্রাপ্ত অর্থ হইতে করা হইয়াছে। আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এ অর্থের কতকাংশ উদ্বৃত্ত আছে।

গত বৎসরে আমরা যেরূপ সহানুভূতি পাইয়াছি আশা করি এ বৎসরও সেরূপ পাইব। লটারীর এই প্রচেষ্টা যাহাতে সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হয় তজ্জন্য আমরা জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

নিবেদক শ্রীভবরঞ্জন দে, প্রিন্সিপ্যাল ও সেক্রেটারী।

পত্র প্রেরকের প্রতি

শ্রী রায়—আপনার সন্দেহভঞ্জনের জন্য জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত পত্রের পাণ্ডুলিপিখানি আপনাকে দেখাইবার জন্য নিজেরা লইয়া যাইব। উহা হাতছাড়া করা যায় না। জং সং

OFFICE OF THE COLLECTOR OF MURSHIDABAD
Tanks Improvement Department.

NOTICE.

Sealed tenders are invited for the re-excavation of 33 (thirty three) derelict tanks and will be received by the Tanks Improvement Officer, Murshidabad upto 1 P.M. of 9.4.54 at any time during office hours.

2. Tenders should be filed in proper form obtainable free from the office of the Tanks Improvement Officer, Murshidabad and must be accompanied with a Treasury Chalan showing deposit of 5% of the estimated cost as earnest money.

3. Plans and Estimates of works may be seen at any time during office hours.

4. Tenders will be opened by the Tanks Improvement Officer, Murshidabad at 1-30 P.M. on 9.4.54 before such Contractors as may be present.

Sd/- M. N. Mitra
For Collector, Murshidabad.
24.3.54.

বসত বাড়ী নির্ম্মাণের উপযোগী জমি বন্দোবস্ত

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত দেওয়ানী আদালতের উত্তরে কতকাংশ জমি বন্দোবস্ত হইয়াছে। বাকী অংশ বন্দোবস্ত হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র নাথ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে এপ্রিল ১৯৫৪

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৩১৫ খাং ডিঃ নশীপুর রাজ ওয়ার্ডস দেং সাতকড়ি বিবি দাবি ১৯৷৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে তেলাঙ্গল ৬৩ শতকের সেস ।০ আনা আঃ ১৫৲ খং ৪৪

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, ব্যাঙ্ক, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ--

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।